দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ AUG. 29 2006
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৭

প্রসঙ্গঃ ফাজিল কামিলের মান দান

# এজেন্ডা বহির্ভূত প্রস্তাব আলোচনা ছাড়াই অনুমোদন

## ৯৮ শতাংশ মাদ্রাসা শিক্ষার্থীর স্বার্থ উপেক্ষিত
## জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের প্রত্যাখ্যান

ইনকিলাব রিপোর্ট

ইসলামী চিন্তাবিদ, পীর-মাশায়েখ, আলেম-ওলামাদের দাবীকে উপেক্ষা করে নজিরবিহীনভাবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মাদ্রাসা শিক্ষার ফাজিলকে স্নাতক ও কামিলকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী সমমান প্রদানের প্রস্তাব গতকাল (সোমবার) মন্ত্রিসভার বৈঠকে অনুমোদন হয়েছে। মন্ত্রিসভার এ অনুমোদনের তীব্র সমালোচনা করে প্রত্যাখ্যান করেছেন বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন ও ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়ন ১১-এর পৃঃ ৮-এর কঃ দেখুন

### এজেন্ডা বাহির্ভূত প্রস্তাব আলোচনা

১২-এর পৃষ্ঠার পর

কমিটির নেতৃবৃন্দ। এদিকে সরকারের এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবীতে জমিয়াতুল মোদার্রেছীন আজ মসজিদে গাউছুল আজম কমপ্লেক্সে জমিয়াতুল মোদার্রেছীন মিলনায়তনে দেশের প্রখ্যাত পীর-মাশায়েখ, ওলামা ও শিক্ষকদের বিশেষ জরুরী সভা ডেকেছে।

দেশের ৯৮ শতাংশ মাদ্রাসা শিক্ষার্থীর স্বার্থকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে এজেন্ডা বহির্ভূত এ বিষয়টি বিবিধতে উত্থাপন করে কোন আলোচনা ছাড়াই অনুমোদন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ এম ওসমান ফারুক তড়িঘড়ি করে বিবিধের ভেতর প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন বলে বৈঠক সূত্রে জানা যায়। এজেন্ডার বাইরে এধরনের একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উত্থাপন করায় মন্ত্রিসভার অধিকাংশ সদস্য বিস্মিত হয়েছেন বলে সূত্র জানায়। মন্ত্রিসভার প্রভাবশালী একাধিক সদস্য এ প্রতিবেদকের এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, এজেন্ডার বাইরে ফাজিল-কামিলের মান দানের প্রস্তাবটি শিক্ষামন্ত্রী উত্থাপন করলে সদস্যগণ প্রধানমন্ত্রীর দিকে দৃষ্টি দেন। এ সময় প্রধানমন্ত্রীর সম্মতির ইঙ্গিতে সদস্যগণ আর তেমন কোন আলোচনায় অংশ নেননি। তবে ফাজিল-কামিল ডিগ্রীর নাম পরিবর্তন করে 'ফাজেল', 'কামেল' করা হয়েছে।

মন্ত্রিসভায় এ প্রস্তাব অনুমোদন হওয়ার পাশাপাশি ফাজিল-কামিল মাদ্রাসাগুলো শর্তপূরণ সাপেক্ষে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্তির জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা আইন-২০০৬ এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০০৬ এর খসড়াও অনুমোদন করা হয়। এত তড়িঘড়ি প্রস্তাবটি মন্ত্রিসভায় উত্থাপনের ঘটনায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট পদস্থ কর্মকর্তারাও বিস্মিত হয়েছেন। তারা বলেন, রোববার দুপুরে মন্ত্রিসভা কমিটিতে স্বাক্ষরিত প্রস্তাবটি ২৪ ঘন্টার মধ্যে মন্ত্রিসভায় উত্থাপন সত্যিই অবাক কাণ্ড। এ বিষয়ে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পদস্থ একজন কর্মকর্তা বলেন, যে সব শর্ত দিয়ে ফাজিল-কামিলের মান দানের বিষয়টি মন্ত্রিসভায় অনুমোদন করানো হলো তাতে এক থেকে সর্বোচ্চ দুই শতাংশ মাদ্রাসা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্তির সুযোগ পেতে পারে। এ ব্যবস্থায় শিক্ষা বছর শুরু হবে ২০০৭ সালে। ফলে ৪ বছর মেয়াদী অনার্স কোর্সের ফাজেলের শিক্ষার্থীরা ২০১০ সালে ডিগ্রীর সম্মান পাবে। অর্থাৎ প্রায় সাড়ে ১১শ' ফাজিল-কামিল মাদ্রাসার মধ্যে ২শতাংশ মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা ডিগ্রীর সম্মান পাবে ২০১০ সালে। আর ৯৮ শতাংশ মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা এ ডিগ্রী অর্জনের সুযোগ থেকে চরমভাবে বঞ্চিত হবে। অর্থাৎ মাদ্রাসা শিক্ষা চরমভাবে অবহেলিত হয়ে চারদলীয় জোট